প্রথম আলো

তারিখ 30 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

১৮ মাঘ '৪৪

শিক্ষক কল্যাণ সমিতির অনুদান-বাণিজ্য

বিয়ানীবাজারে বোর্ডের বই নিষিদ্ধ!

সাব্বির আজাদ, *বিয়ানীবাজার (সিলেট)*

সিলেটের বিয়ানীবাজারে বোর্ডের নির্ধারিত মাধ্যমিক স্তরের বাংলা-ইংরেজি ব্যাকরণ ও দ্রুতপঠন বই পড়ানো নিষিদ্ধ করেছে উপজেলা শিক্ষক কল্যাণ সমিতি। এখানকার ৩৫টি বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা আর্থিক অনুদান নিয়ে অখ্যাত বিভিন্ন প্রকাশনার ভুলে ভরা চড়াদামের বই কিনতে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বইয়ের দোকানের মালিকেরা জানান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) নির্দেশনা না মেনে শিক্ষক সমিতি থেকে তালিকা দিয়ে এসব বই বিক্রি করতে বলা হয়েছে।

শিক্ষক কল্যাণ তহবিলের তালিকাভুক্ত প্রকাশনাগুলো হলো— কাদির লাইব্রেরি, শিকদার বইঘর, কমলাকলি রাজা ম্যানশন, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরি, শাহিন পাবলিশার্স, সিদ্দিকিয়া লাইব্রেরি, ইসলামিয়া লাইব্রেরি, দি ন্যাশনাল লাইব্রেরি, পপি লাইব্রেরি, নাজমা বুক ডিপো। তবে বইগুলোতে প্রকাশনীর নাম ছাপানো নেই। তারা বাজার থেকে নিম্নমানের বই কিনে আলাদা একটি কাগজে নাম লিখে আঠা দিয়ে বইয়ের সঙ্গে লাগিয়ে দিয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পৌর শহরের কাদির লাইব্রেরি ষষ্ঠ শ্রেণীর ইংরেজি ব্যাকরণ ঢাকার আর কে প্রকাশনা থেকে কিনে তা নিজের নামে বাজারজাত করছে। আর কে প্রকাশনার সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেছে, বইটি তারা ৯৫ টাকা বিক্রি করছে। কিন্তু কাদির লাইব্রেরি ওই বইয়ের দাম লিখেছে ১৬৫ টাকা।

বাজারে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) নবম শ্রেণীর ইংরেজি ব্যাকরণ বইয়ের দাম ১১০ টাকা। তালিকাভুক্ত অনেক ব্যবসায়ী কম দামে এনসিটিবির বই কিনে নিজের নাম লিখে তা ৩৭৭ টাকায় বিক্রি করছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন বই ব্যবসায়ীর দাবি, 'তালিকায় ঢুকতে শিক্ষক কল্যাণ সমিতিকে ২৮ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। এ টাকা বের করে আমাদের লাভের চিন্তাও করতে হবে।'

শিক্ষক সমিতির একজন সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্বীকার করেন, 'এবার বিভিন্ন ব্যবসায়ীর বই তালিকাভুক্ত করাতে আমাদের তিন লাখ টাকা দিয়েছে। তাই আমরা ওইসব বই ছাড়া অন্য বই (এনসিটিবির) পড়ানো নিষিদ্ধ করেছি।'

আলাউদ্দিন নামের এক অভিভাবক অভিযোগ করেন, 'পাশের বড়লেখা উপজেলায় বোর্ডের বই শিক্ষার্থীরা পড়তে পারছে। সে বইয়ের দামও অনেক কম। বোর্ডের নির্ধারিত ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণের মূল্য ৪৩ টাকা। অথচ আমরা ওই শ্রেণীর বইটি ১৬৫ টাকায় কিনছি।'

কাদির লাইব্রেরির মালিক আবদুল কাদির বলেন, আমরা সমিতির তালিকাভুক্ত ভালো বই বিক্রি করছি। দাম বাড়িয়ে আলাদা কাগজ লাগানো প্রসঙ্গে তিনি দাবি করেন, 'আলাদা কাগজ লাগিয়েছি ঠিক, কিন্তু দাম বাড়াইনি।'

বিয়ানীবাজার শিক্ষক কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক স্থানীয় বৈরাগীবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমানও ব্যাপারটি অস্বীকার করতে পারেননি। তাঁর ভাষায়, আমরা যাচাই-বাছাই করে বিভিন্ন প্রকাশনীর ভালো বই পাঠ্যসূচির আওতায় নিয়ে থাকি।